34732 - তাকদীররে প্রতি ঈমানরে তাৎপর্য

প্রশ্ন

তাকদীররে প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাকদীর বা ভাগ্য: এ মহাবশ্বি যা কছিু ঘটবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সসেব কছিু নর্িধারণ করে রাখাকে তাকদীর বলা হয়। তাকদীররে প্রতি ঈমান চারটি বষিয়কে অন্তর্ভুক্ত কর।ে এক:

এই ঈমান আনা য,ে আল্লাহ তাআলা প্রত্যকেটি বষিয় সম্পর্কে সমষ্টগিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জাননে। তাঁর এ জানা অনাদি ও অনন্ত -তাঁর নজি কর্ম সম্পর্কে অথবা বান্দার কর্ম সম্পর্ক।ে

দুই:

এই ঈমান আনা য,ে আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফুজে সবকছিু লখিে রখেছেনে।

এ দুটি বষিয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলনে: "তুমি কি জান না য,েনভোমণ্ডলে ও ভুমন্ডলে যা কছিু আছে আল্লাহ সবকছিু জাননে। নশ্চিয় এসব কতিাবে লখিতি আছ।ে নশ্চিয় এটা আল্লাহর কাছে সহজ।"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ৭০] সহহি মুসলমিে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছ- তনিি বলনে, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেি তনিি বলনে: আল্লাহ তাআলা সৃষ্টকিূল সৃষ্টরি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টকিূলরে তাকদীর লখিে রখেছেনে।"

তনিি আরো বলনে: "আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করছেনে কলম। সৃষ্টরি পর কলমকে বললনে: 'লখি'। কলম বলল: ইয়া রব্ব! কী লখিব? তনিি বললনে: কয়োমত পর্যন্ত প্রত্যকে জনিসিরে তাকদীর লখি।"[আবু দাউদ (৪৭০০)] আলবানি সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে।

তনি:

এই ঈমান রাখা য,ে কোন কছিুই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ঘটে না। হোক না সটো আল্লাহর কর্মরে সাথে সংশ্লষ্টি

অথবামাখলুকরে কর্মরে সাথে সংশ্লষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করনে এবং (যা ইচ্ছা) মনোনীত করনে।"[সূরা কাসাস, আয়াত: ৬৮] তনিি আরো বলনে: "এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা সটোই করনে"[সূরা ইব্রাহমি, আয়াত: ২৭] তনিি আরো বলনে: "তনিহি মাতৃগর্ভে তোমাদরেকে আকৃতি দান করনে যভোবে ইচ্ছা করনে সভোবে।"[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬]

বান্দার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদরেকে তোমাদরে উপর ক্ষমতা দতিে পারতনে। যাতে তারা নশ্চিতিরূপে তোমাদরে বরিুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৯০] তনিি আরো বলনে: "তোমার রব যদি ইচ্ছা করত, তবে তারা তা করত না"[সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১১২] অতএব, সকল ঘটনা, সকল কর্ম, সকল অস্তত্বি আল্লাহর ইচ্ছাই হয়। আল্লাহ যা চান সটোই হয়, তনিি যা চান না, সটো হয় না। চার:

যাবতীয় সবকছিুর জাত, বশৈষ্ট্যি, গতি ও স্থতিি সব আল্লাহর-ই সৃষ্টি।

আল্লাহ তাআলা বলনে: "আল্লাহ সবকছিুর স্রষ্টা এবং তনিি সবকছিুর তত্ত্বাবধায়ক।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২] তনিি আরো বলনে: "তনিি সবকছিু সৃষ্টি করছেনে এবং প্রত্যকেকে যথোচতি আকৃতি দান করছেনে।" [সূরা ফুরকান, আয়াত:২] তনিি নবী ইব্রাহমি আলাইহসি সালাম সম্পর্কে বলনে তনিি তাঁর কওমকে উদ্দশ্যে করে বলনে: "অথচ আল্লাহই তোমাদরেকে এবং তোমেরা যা কর তা সৃষ্টি করছেনে?"[সূরা আস্-সাফ্ফাত, আয়াত:৯৬]

যে ব্যক্তি এ বষিয়গুলোর প্রতি ঈমান এনছে সে তাকদীররে প্রতি সঠকিভাবে ঈমান এনছে। এতক্ষণ আমরা তাকদরিরে প্রতি ঈমান আনার যে ববিরণ দলিাম সটো কর্মরে ক্ষত্রেে বান্দার ইচ্ছাশক্তি থাকা ও ক্ষমতা থাকার সাথে সাংঘর্ষকি নয়। বান্দার ইচ্ছাশক্তি রয়ছে। বান্দা ইচ্ছা করলে কোন নকে কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। ইচ্ছা করলে কোন গুনাহর কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। শরয়িতরে দললি ও বাস্তব দললি বান্দার এ ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করে।

শরয়ি দললি হচ্ছে- আল্লাহ তাআলা বলনে: "ঐ দনিটি সত্য। অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবরে নকিট আশ্রয় গ্রহণ করুক।"[সূরা নাবা, আয়াত: ৩৯]

তনিি আরো বলনে: "সুতরাং তোমেরা তোমাদরে ফসলক্ষতেে যভোবে ইচ্ছা সভোবে গমন কর"[সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৩] তনিি বান্দার সক্ষমতা সম্পর্কে বলনে: "অতএব, তোমেরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর"[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তনিি আরো বলনে: "আল্লাহ কোন ব্যক্তকিে তার সামর্থ্যরে বাইরে দায়ত্বি দনে না। সে যা অর্জন করে তা তার-ই জন্য এবং সে যা কামাই করে তা তার-ই উপর বর্তাবে।"[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

এ আয়াতগুলো সাব্যস্ত করে যে, মানুষরে ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়ছে। এ দুটরি মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং

যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে।

বাস্তব দলিল: প্রত্যেক মানুষ জানে যে, তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। এ দুটোর মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে। মানুষ তার ইচ্ছায় সাধিত কর্ম যেমন- হাঁটা এবং তার অনিচ্ছায় সাধিত কর্ম যেমন- রোগীর কাঁপুনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তবে মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার অনুবর্তী। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: "যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়- তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টকিুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।" [সূরা তাকবীর, আয়াত: ২৮-২৯]

তাছাড়া গোটা মহাবশ্বি আল্লাহ তাআলার মালকিানাধীন। অতএব, তাঁর মালকিানাভুক্ত রাজ্যে কোন কছিু তাঁর অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছায় ঘটা সম্ভব নয়।

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জানেন।

দেখুন: 'শরহু উসুলুল ঈমান'– শাইখ উছাইমীন।